দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আল্লাহর সাথে দেব-দেবীকে তুলনার প্রতিবাদ

২৮ মার্চ ঢাকায় শিক্ষকদের মহাসমাবেশ

□ স্টাফ রিপোর্টার

নবম-দশম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' পাঠ্য বইয়ে আল্লাহর নামের আগে দেব-দেবীর নাম এবং আল্লাহর সাথে দেবদেবীকে সমতুল্য লিখায় আন্দোলনে যাচ্ছেন শিক্ষকরা। একই সাথে বইটির সম্পাদনাকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামানসহ সকল লেখককে নাস্তিক উল্লেখ করে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ও দেশ থেকে বিতাড়িত করার দাবিতে ২৮-৩১ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও ২৮ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া। গতকাল (রোববার) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে আল্লাহকে দেব-দেবীর সমতুল্য লেখার প্রতিবাদে মানববন্ধন থেকে এই আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়।

২৮ মার্চ থেকে ৪ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

মানববন্ধনে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, নবম-দশম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' পাঠ্য বইয়ে লেখা হয়েছে দেব-দেবী বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীকৃত পশুর গোশত খাওয়া। এখানে আল্লাহর নামের আগে দেব-দেবীর নাম দেয়া হয়েছে, আল্লাহকে দেব-দেবীর সাথে তুলনা করা হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। একটি মুসলিম জাতি ও একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্য অশনি সংকেত। সরকার নাস্তিকবাদী কিছু লোকদের দিয়ে মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। এর জন্য সরকার তার সব ব্যর্থতা ও কলঙ্ক ঢাকতে নাস্তিক-বামদের দিয়ে একটি জাগরণ

পৃঃ ২ কঃ ৩

২৮ মার্চ ঢাকায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মঞ্চ তৈরি করে জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু জনগণ তা বুঝতে পেরেছে।

তিনি বইটির সম্পাদনাকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামানসহ সকল নাস্তিক লেখকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার দাবি জানান। অন্যথায় শিক্ষক সমাজ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে তাদের বিচার করবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন তিনি।

সেলিম ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বইয়ের ভুল সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু সম্পাদনাকারী আখতারুজ্জামান এখন পর্যন্ত বলে আসছেন এটা কোন ভুল নয়। তার এই দুঃসাহস এলো কোথা থেকে। তার ফাঁসির দাবিতে শাহবাগের মতো একটি মঞ্চ তৈরি করার হুমকি দেন তিনি।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি পাঠ্য বইয়ে ইসলামের এমন ভয়াবহ অবমাননায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী, ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং দেশের বিশিষ্ট আলেম সমাজ ও শিক্ষক সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণ। বইটির সম্পাদনাকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান তারা।

মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোটের মহাসচিব মো: জাকির হোসেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষক নেতা মাওলানা দেলওয়ার, অধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, অধ্যক্ষ জাকারিয়া, মো: শরিফ, অধ্যক্ষ রফিক উদ্দিন প্রমুখ।

ড. মুহম্মদ আবুর রশিদ ও ড. মোহাম্মদ ইউসুফের রচনা এবং ড. মো. আখতারুজ্জামানের সম্পাদনায় নবম ও দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটির ৮২ নং পৃষ্ঠায় হারাম বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ১৭টি বিষয় ও দ্রব্যকে বর্তমান সমাজে প্রচলিত হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে দেব-দেবীর বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশুর গোশত খাওয়া। অথচ এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাইকৃত গোশত হারাম। সূরা বাকারার ১৭৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং যেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু পাঠ্য বইয়ে আল্লাহর নামের আগে দেব-দেবীর নাম উল্লেখ এবং আল্লাহর সাথে দেব-দেবীর তুলনা করায় ইসলামী শরীয়তকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে শিক্ষকরা দাবি করেন।